দিগ্‌দর্শন — মাসিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৮১৮। বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম সাময়িকপত্র দিগ্‌দর্শন। প্রকাশক — শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন। জোশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান পত্রিকাটির সম্পাদক নিযুক্ত হন।
স্কুলের পাঠ্য হিসাবে এই মাসিক পত্রের উপযোগিতা অনুভব করে স্কুলবুক-সোসাইটি এর বহু খণ্ড ক্রয় এবং এর একটি ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশের জন্য সম্পাদককে অনুরোধ করেছিলেন।

সমাচারদর্পণ-(সাপ্তাহিক) প্রথম প্রকাশ ২৩ মে ১৮১৮। প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র 'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশের মাসখানেক যেতে না যেতে মিশন একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হলেন। এই সাপ্তাহিক পত্রের নাম 'সমাচারদর্পণ', এবং সম্পাদক হলেন জে. সি. মার্শম্যান।
প্রথম তিন সপ্তাহের 'সমাচারদর্পণ' বিনামূল্যে বিতরিত হয়েছিল। প্রতি শনিবার শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হত। পত্রিকার শিরোদেশে সংস্কৃত শ্লোক শোভা পেত।
মার্শম্যান নামে সম্পাদক হলেও কার্যত: পত্রিকা সম্পাদনের ভার দেশীয় পণ্ডিতদের উপরই ন্যস্ত ছিল। এমন কি, পণ্ডিতেরা অনুপস্থিত থাকলে 'সমাচারদর্পণে' নতুন সংবাদ প্রকাশও বন্ধ থাকত। পত্রিকার প্রথমাবস্থায় সম্পাদকীয় বিভাগে ছিলেন পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালংকার। এরপর পণ্ডিত ভবানীচরণ শিরোমণি চারবৎসর পত্রিকা সম্পাদনায় সহায়তা করেছিলেন।
যাঁরা বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ তাঁদের জন্য ৬ মে ১৮২৬ তারিখে শ্রীরামপুর থেকে 'সমাচারদর্পণের' ফার্সী সংস্করণ — 'আখবারে শ্রীরামপুর' প্রকাশিত হয়। এই সাপ্তাহিকপত্র বেশীদিন স্থায়ী হয়নি।
১৮১৭ সনে কলকাতায় হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার সাড়া পড়ে যায়। এই কারণে শ্রীরামপুর মিশন ১৮২৯ সন থেকে 'সমাচারদর্পণ'কে দ্বিভাষিক (বাংলা ও ইংরাজী) করবার ব্যবস্থা করেন।
১৮৩২ সন থেকে পত্রিকা সপ্তাহে দুইবার প্রকাশ করা হবে বলে স্থির হল। কিন্তু এটিও দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নি। ৮ই নভেম্বর ১৮৩৪ থেকে পত্রিকা সাপ্তাহিক আকারে পুনরায় প্রতি শনিবার প্রকাশিত হয়। ১৮৪০ সনের ১ জুলাই থেকে মার্শম্যানের উদ্যোগে আর একটি নূতন

বাংলা সাপ্তাহিক পত্র 'গবর্নমেন্ট গেজেটের' সম্পাদনভার পড়ে। ফলে 'সমাচার-দর্পণ' পত্রিকার প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। ২৫ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখে এর শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

'সমাচারদর্পণ' একটি উৎকৃষ্ট সমাচারপত্র ছিল। শ্রীরামপুর মিশন হাল ছেড়ে দিলেও বাঙালীদের চেষ্টায় আবার পুনর্জীবিত হল। দ্বিতীয় পর্যায়ের 'সমাচারদর্পণ' ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষায় ১৮৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় বলে অনুমান। ২য় পর্যায়ের 'সমাচারদর্পণ' সম্পাদনা করতেন ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। ২য় পর্যায়ের 'সমাচারদর্পণ' ১৮৪৬ সালের জানুয়ারি মাসেও জীবিত ছিল। এর পর বোধহয় আর প্রকাশিত হয় নি।

শ্রীরামপুর মিশন পুনরায় 'সমাচারদর্পণ' প্রকাশ করার সংকল্প করলেন। ১৮৫১ সালের ৬ই শনিবার নবপর্যায়ের 'সমাচারদর্পণ' প্রকাশিত হয়। নবপর্যায়ের 'সমাচারদর্পণ' দেড় বৎসর চলে চিরতরে লুপ্ত হয়। ১২ এপ্রিল ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদপ্রভাকরে' প্রকাশ: ... 'সমাচারদর্পণ পত্র শ্রীরামপুরে গঙ্গার জলে প্রাণ ত্যাগ করে

সাময়িকপত্র CC—4. Unit—1

সম্বাদ কৌমুদী-(সাপ্তাহিক)। প্রথম প্রকাশ ৪ ডিসেম্বর ১৮২১।

পরধর্মের হীনতা প্রতিপাদন বা খ্রীষ্টধর্মের কাব্যগুণ প্রচার করা 'সমাচারদর্পণ'র উদ্দেশ্য না হলেও প্রথমাবস্থায় এতে এমন কতকগুলি "প্রেরিত পত্র" প্রকাশিত হয়, যাতে হিন্দুশাস্ত্রের যুক্তিহীনতা, কুলীনদের প্রতি কটাক্ষ প্রভৃতি ছিল। এই কারণে বাঙালী পরিচালিত একটি বাংলা সমাচারপত্রের অভাব অনেকে অনুভব করছিলেন। ঠিক এই সময়ে কুলুটোলা নিবাসী দেওয়ান ভবানীচরণ দত্ত এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে মিলে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশে অগ্রসর হন। এই পত্রিকাটির নাম 'সম্বাদ কৌমুদী।' এর ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল — ৪ ডিসেম্বর ১৮২১।

'সংবাদ কৌমুদী'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত বঙ্গীয় পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদনে স্পষ্ট করে জানান হয়, ধর্ম নীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক আলোচনা, আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী, দেশ বিদেশের সংবাদ ও অন্যান্য তথ্যসম্বলিত প্রেরিত পত্রাবলী প্রকাশ — এক কথায় লোকহিতসাধনই এই সংবাদপত্র প্রচারের প্রধান লক্ষ্য। পত্রিকার শিরোভাগে সংস্কৃত শ্লোক মুদ্রিত থাকত।

'সম্বাদ কৌমুদী' প্রতি মঙ্গলবারে এবং ১৬শ সংখ্যা থেকে মঙ্গলবারের পরিবর্তে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হত। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৮। পত্রিকা প্রকাশের দুই তিন মাস পরে শ্রীযুত হরিহর দত্ত পত্রিকার এক সহকারী নিযুক্ত হলেন। তিনি সহমরণের বিপক্ষে মত প্রকাশ করলে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তুমুল অনৈক্য হয় এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রিকার সংস্রব ত্যাগ করে 'সমাচারচন্দ্রিকা' নামে কাগজের সৃষ্টি করেন। ১৬শ সংখ্যা পর্যন্ত ভবানীচরণ 'সম্বাদ কৌমুদী'র প্রকাশক ছিলেন।

নামে যিনিই সম্পাদক থাকুন, 'সম্বাদ-কৌমুদী' সম্পাদনা ব্যাপারে যে রামমোহন রায়ের যথেষ্ট হাত ছিল এবং তিনি যে পত্রিকাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তা একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। পরবর্তী কালে স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক হরিহর দত্ত পত্রিকার আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে হতাশ হয়ে অবসর গ্রহণ করলে মিলিটারী বোর্ড আপিসের কেরানী, শাঁখারিটোলা নিবাসী গোবিন্দচন্দ্র কোঙার 'সম্বাদ কৌমুদী' পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন।

এই নূতন ব্যবস্থাতেও 'সম্বাদ কৌমুদী' বেশীদিন চলল না। চার মাস পরে এর প্রচার বন্ধ হয়ে গেল। হিন্দুদের কতকগুলি প্রচলিত প্রথা — বিশেষতঃ সহমরণের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করায় 'সম্বাদ কৌমুদী' জনসাধারণের বিরাগভাজন হয়েছিল। তার উপর রক্ষণশীল দলের মুখপত্র ভবানীচরণের 'সমাচারচন্দ্রিকা' প্রচারিত হওয়ায় 'কৌমুদী'র গ্রাহকসংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল।

'সংবাদ কৌমুদী' একেবারে লোপ পেল না। পরবৎসর (১৮২৩) ৭ আগস্ট তারিখে সম্পাদকরূপে আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে জোড়াসাঁকো ৮৯ নং ভবন থেকে 'সংবাদ কৌমুদী' প্রকাশ করবার জন্য নূতন আইন মতে সরকার লাইসেন্স মঞ্জুর করেন। 'সংবাদ কৌমুদী' পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল। এর মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন গোবিন্দচন্দ্র কোঙার।

এর পরও 'সংবাদ কৌমুদী' প্রায় দশবৎসর জীবিত ছিল। এই দশ বৎসরের মধ্যে দুই তিনবার এর পরিচালকের পরিবর্তন হয়, তৎকাল প্রচলিত ইংরেজী ও বাংলা সাময়িক-পত্রের তালিকায় 'সংবাদ কৌমুদী'র সম্পাদকরূপে হলধর বসুর নাম পাওয়া যায়।

১৮৩০ সন থেকে 'সংবাদ কৌমুদী' দ্বিসাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। ৩০ জানুয়ারি ১৮৩০ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশ, — "সংবাদ কৌমুদী" এখন সপ্তাহে দুইবার প্রকাশ হইতেছে।"

কালক্রমে বিলাত যাওয়ার পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় কিছুদিন 'সংবাদ কৌমুদী' পরিচালনা করেছিলেন। পত্রিকা এরপর আর মাত্র দু-এক বৎসর জীবিত ছিল।

সমাচারচন্দ্রিকা ~~CC-9 Unit-I~~
3rd Semester MIL

সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ ৫ মার্চ ১৮২২। 'সমাচার কৌমুদী' প্রথম প্রকাশিত সংখ্যা প্রকাশ করার পর "সংবাদপত্রের সহিত বিষয় বিষয়ে ঐক্যমত্য না হওয়ায়" গৌরীচরণ পত্রিকার সংস্রব ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। গৌরীচরণ উদ্যোগী পুরুষ। তিনি আহিরীটোলায় কলুটোলায় সমাচারচন্দ্রিকা যন্ত্র স্থাপন করে, ২৫নং রাজকৃষ্ণ দেবের স্ট্রীট থেকে 'সমাচারচন্দ্রিকা' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। 'সমাচারচন্দ্রিকা'র প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল – ৫ মার্চ ১৮২২। পত্রিকার শিরোনামে সংস্কৃত শ্লোক মুদ্রিত থাকত। প্রথম দুই সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশ করার পর গৌরীচরণ শ্রীরামপুরের 'সমাচারদর্পণে' (২৬ মার্চ ১৮২২) নিম্নোদ্ধৃত ইস্তাহার প্রকাশ করেন:

"কলিকাতার কলুটোলা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সকল বিজ্ঞ সদ্বিবেচক মহাশয়েরদিগকে বিজ্ঞাপন করিতেছেন যে তিনি সমাচার কৌমুদী নামক সমাচার পত্র প্রথমাবধি ১৬ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছেন সম্প্রতি সমাচার চন্দ্রিকা নামক এক পত্র প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে মনোনিবেশপূর্ব্বক বিবিধ সমাচার অনায়াসে জানা যায়। প্রথম পত্র ২৫ ফাল্গুন সোমবার প্রকাশ করিয়াছেন দ্বিতীয় পত্র সোমবার প্রকাশিত হইয়াছে এবং পরেও প্রতি সোমবারে প্রকাশিত হইবে। এই পত্র গ্রাহক মহাশয়েরদিগের প্রতিমাসে ১ টাকা মূল্য দিতে হইবে।"

এই বিজ্ঞাপনটি বের হবার এক সপ্তাহ পূর্বে – ১৫ মার্চ তারিখে 'ক্যালকাটা জার্নাল'ও গৌরীচরণ একই রকম একটি ইংরেজী ইস্তাহার প্রকাশ করেছিলেন।

'সমাচার কৌমুদী'র প্রথম ১৬ সংখ্যা প্রকাশে গৌরীচরণ সম্পাদকই থাকুন বা সম্পাদকের সহকারীই থাকুন, পত্রিকা পরিচালনা ব্যাপারে তাঁর যে হাত ছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে এই সকল বিজ্ঞাপন থেকে 'কৌমুদী' কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গৌরীচরণের রীতিমত বিবাদের আভাস পাওয়া যায়। এর কারণ যে মতামতের পার্থক্য, গৌরীচরণের জীবনীতে তার উল্লেখ আছে। এই বিবাদের ফলে উভয় পত্রিকাতেই পরস্পরের প্রতি আক্ষেপমূলক অভিযোগ নিন্দাবাদ প্রচারিত হতে পারে। গৌরীচরণ রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন। তাঁর সম্পাদিত 'সমাচারচন্দ্রিকা' রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখপত্রস্বরূপ হয়েছিল। এর গ্রাহক সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮২৯ সালের এপ্রিল মাসে 'সমাচারচন্দ্রিকা

সাপ্তাহিক থেকে দ্বি-সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়।

"সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে ইংলণ্ড দেশে আপীলকরণার্থে এবং হিন্দুদিগের ধর্ম্ম বজায় রাখিবার নিমিত্তে" কলকাতার রক্ষণশীল হিন্দুরা মিলে ১৭ জানুয়ারি ১৮৩০ তারিখে ধর্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন। দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভার সম্পাদক হন।

১৮৪৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন 'সমাচারচন্দ্রিকা' পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু তখন 'সংবাদপ্রভাকর', 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' প্রভৃতি পত্রিকার আবির্ভাবে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রসার প্রতিপত্তি কমে এসেছিল। সুতরাং রাজকৃষ্ণ শীঘ্রই ঋণজালে জড়িত হয়ে দেউলিয়া হন। আড়াই শত টাকার 'সমাচার চন্দ্রিকা'র স্বত্ব বা "হেড" ক্রয় করেন দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। নূতন চন্দ্রিকার সঙ্গে পুরাতন 'সমাচার চন্দ্রিকা'ও মাঝে মাঝে বের হয়েছিল। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর (১৪ আগস্ট ১৮৫২) পর সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর পুরাতন 'সমাচারচন্দ্রিকা' প্রকাশ করেছিলেন বলে মনে করা হয়। 'সমাচার চন্দ্রিকা' পরে প্রাত্যহিক পত্রে পরিণত হয় এবং শেষ দিকটায় দৈনিকের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে যায়।

['সমাচারচন্দ্রিকা' সতীদাহ প্রথাকে সমর্থন করে এবং জনমতও তখন সহমরণের পক্ষে ছিল। সহমরণের বিরুদ্ধাচরণ করায় 'সম্বাদ কৌমুদী' জনসমর্থন হারিয়েছিল।]

সংবাদপ্রভাকর

সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ ২৮ জানুয়ারি ১৮৩১। 'সংবাদপ্রভাকর' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্তি। প্রথমে এটি সাপ্তাহিকরূপে প্রচারিত হয়। সংবাদপ্রভাকর প্রেস থেকে প্রতি শুক্রবার দুই বাংলা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করার জন্য পাথুরিয়াঘাটা থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সরকারের নিকট আবেদন করেন। আবেদনটি ইংরেজীতে লেখা, গুপ্ত কবি এতে বাংলায় স্বাক্ষর করেছিলেন। ১১ জানুয়ারি ১৮৩১ তারিখে লাইসেন্স মঞ্জুর হলে পরবর্তী ২৮ জানুয়ারি সাপ্তাহিক সমাচারপত্ররূপে 'সংবাদপ্রভাকরে'র প্রথম উদয় হয়। এই পত্রিকার শিরোদেশে তৎকালীন প্রথানুযায়ী সংস্কৃত শ্লোক মুদ্রিত থাকত।

'সংবাদপ্রভাকর' প্রকাশে ঈশ্বরচন্দ্রের সাহায্যকারী ছিলেন পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র — নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর। যোগেন্দ্রমোহন ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক এবং তাঁর কবিতার অনুরাগী। তাঁরই ব্যয়ে 'সংবাদপ্রভাকর' প্রথমে চোরবাগানের একটি মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হত। কয়েক মাস পরে ১২৩৮ সালের শ্রাবণমাসে ঠাকুরবাড়িতে 'সংবাদপ্রভাকর' মুদ্রণের জন্য একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যুতে পত্রিকা কিছুদিন বন্ধ থাকে। পত্রিকা প্রকাশের দেড় বৎসর পরে ২৫ মে ১৮৩২ (১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯) তারিখে ৬৯ সংখ্যা প্রকাশের পর 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রের প্রচার রহিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র এরও মাস তিনেক পূর্বে পত্রিকার সংস্রব ত্যাগ করেছিলেন।

চার বৎসর পরে ১৮৩৬ সালের ১০ আগস্ট 'সংবাদপ্রভাকর' পুনঃপ্রকাশিত হয়। তবে এবার সাপ্তাহিকরূপে নয়, — বারত্রিক (সপ্তাহে তিনবার) রূপে। এইভাবে তিন-বৎসর চলার পর ১৪ জুন ১৮৩৯ তারিখ থেকে 'সংবাদপ্রভাকর' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্রের গৌরব অর্জন করে।

'সংবাদপ্রভাকর' সে যুগের একখানি উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র ছিল। দেশ-বিদেশের সংবাদ ছাড়া এতে ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা থাকত। সেকালের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি ও পণ্ডিত এর লেখক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাজা রাধাকান্তদেব, জয়গোপাল তর্কালংকার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেনের নামোল্লেখ করা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতির প্রাথমিক রচনাগুলি 'সংবাদপ্রভাকরে'ই প্রকাশিত হয়।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র ভেবেছেন রক্ষণশীল মতেরই পোষকতা করতেন। পাশ্চাত্য রমণীদের মত

কাঙালী মেয়েরাও আইনিকজার লোকরঞ্জা করুক তা তিনি কখনই চাননি। তাঁর মতে 'ইহারা চিরকাল সাড়ী পরিয়া হাঁড়ী ঘরিয়া দিনপাত করুক। আমরা তাহাতেই সুখি হইব, তবে সাবকাশ ক্রমে চলিত ব্রত স্বজাতীয় বিদ্যার আলোচনা যত দূর পর্যন্ত করিতে পারে তাহাই ভাল।

কামাখ্যার কোপে সব হত বটে কালা।
পতিব্রতা ধর্ম সদা, প্রতিজ্ঞায় পালা॥
দিশি বিদ্যা যাহা শেখ, সেই কাজ ভালো।
অন্ধকারে অন্ধ যারা, কার্য নেই আলো॥'

১২৬০ সালের বৈশাখ (ইং ১৮৫৩) থেকে 'সংবাদপ্রভাকরে'র একটি মাসিক সংস্করণ বের হতে আরম্ভ হয়। এই মাস কালের কাগজগুলিতে "সর্ব্বাগ্রে জগদীশ্বরের মহিমা বর্ণনা, নীতি কাব্য ও বিখ্যাত মহাত্মাদের জীবনবৃত্তান্ত প্রভৃতি গদ্যপদ্য পরিপূরিত উত্তম উত্তম প্রবন্ধ এবং সর্ব্বশেষে – মাসের সমুদয় ঘটনা অর্থাৎ মাসিক সংবাদের সারমর্ম্ম প্রকটিত" হত। এতে ঈশ্বরচন্দ্র আরও একটি বিশেষত্ব সম্পাদন করেছিলেন। তিনি প্রাচীন কবিদের অপ্রকাশিত রচনা ও জীবনচরিত সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছিলেন। এই কারণে তিনি অগ্রসর না হলে বোধ হয় এতদিন কবিদের এই সকল রচনার কোন অস্তিত্বই থাকত না।

২৬ জানুয়ারি ১৮৫৯ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পরলোক গমন করলে তাঁর অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদপ্রভাকরে'র সম্পাদক হন। কাগজটি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল।

রবীন্দ্রবিচিত্রা প্রমথনাথ বিশী

... শ্যাম নামে এক ভৃত্য-বালক রবীন্দ্রনাথকে সঙ্কীর্ণ এক গণ্ডি টানিয়া তন্মধ্যে বসাইয়া রাখিত। বালক-কবি সেই গণ্ডিকে অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিতে না পারিলে পারিয়া সেই সংকীর্ণ স্থানে বসিয়া বৃহত্তর বাহিরটাকে অনুমানের দ্বারা অতিরঞ্জিত করিয়া সৃষ্টি করিয়া উপভোগ করিতেন। এই শ্যামের গণ্ডির স্মৃতিই যেন সারাজীবন

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

মাসিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ ১৬ আগস্ট ১৮৪৩। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে প্রচলিত অর্থে সংবাদপত্র বলা যায় না। যদিও সংবাদ ও পত্রিকায় নিয়মিত-ভাবে প্রকাশিত হত। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সংবাদ নির্ভর পত্রিকা ছিল না। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পত্রিকাটি ছিল ধর্মভিত্তিক সাময়িকপত্র। তত্ত্ববোধিনী সভার মাসিক মুখপত্র হিসাবে তত্ত্ববোধিনীর প্রকাশ। কিন্তু শুধু সোসাইটি জার্নাল বা সাংগঠনিক মুখপত্র কিংবা ধর্মপত্রিকা হিসাবে তত্ত্ববোধিনীকে দেখলে ভুল করা হবে। তত্ত্ববোধিনী যে আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল তা প্রধানত ধর্মীয় সংস্কারমুক্তির আন্দোলন। ১৭৬৯ শক বা ১৮৩৯ সালের ৬ অক্টোবর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার' প্রচারই ছিল তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্দেশ্য। ১৭৬৫ শকের ৭ পৌষ (১৮৪৩) দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তার আগের বছরই তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে মিলন সাধিত হয়েছিল। রামমোহনের ধর্মচিন্তাকে দেবেন্দ্রনাথ বৃহত্তর ধর্ম আন্দোলনে পরিণত করেছিলেন। এই ধর্মোপলব্ধি সাধারণ্যে প্রচারের জন্যই একটি পত্রিকার প্রয়োজন হয়েছিল।

অক্ষয়কুমার দত্ত যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন তা রীতিমত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে। 'বেদান্ত ধর্মানুযায়ী সন্ন্যাস ধর্মের এবং সন্ন্যাসী-দিগের প্রশংসাবাদ' এই বিষয়টি অবলম্বন করে একটি প্রবন্ধ লিখতে হয়েছিল সম্পাদক পদপ্রার্থীদের। অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হয়। তিনি ৩০ টাকা বেতনে প্রথম সম্পাদক হিসাবে নিয়োগপত্র পান। অক্ষয়কুমারের রচনা দেবেন্দ্রনাথের ভাল লেগেছিল তবে তাঁর মতামতের সঙ্গে তিনি একমত হতে পারেননি। অক্ষয়কুমার প্রায় বৎসর ১৮৪৩-১৮৫৫ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পরিচালনা করেছিলেন। প্রথমে ৩০ বেতন, পরে কর্মদক্ষতাগুণে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৫ ও শেষে ৬০ হয়েছিল। কয়েক বছর পরে তিনি যে অসুখ গ্রহণ করেছিলেন তা দুরারোগ্য শিরঃপীড়ার জন্য। তাঁর অসাধারণ অবদানের কথা স্মরণ করে তাঁর জন্য ৫০ টাকা বৃত্তি ধার্য করা হয়েছিল। অক্ষয়কুমারের চেষ্টায় পত্রিকায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভূতত্ত্বাদি বিষয়েও বহু সুলিখিত প্রবন্ধ স্থান পেয়েছিল।

অক্ষয়কুমারের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির যে পার্থক্য তা প্রধানত তত্ত্বগত। তত্ত্বের কচকচির চেয়ে বিজ্ঞান দর্শন আলোচনা অক্ষয়কুমারের কাছে অধিকতর লোভনীয় ছিল। বিজ্ঞান চেতনার দলে ব্রাহ্মধর্মের হৃদয়বস্তু 'সাধারণ্যে' রূপটি তাঁর কাছে কখনও বড় হয়ে ওঠেনি। বেদকে তিনি অভ্রান্ত বলে মনে করতে পারেননি এবং যা বিশ্বাস করতে পারেননি দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়েও তা তিনি নিজ নামে তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশ করতে রাজি হননি। অক্ষয়কুমারের সম্পাদকীয়ের মধ্যে কোন জটিলতা ছিল না। প্রতিটি প্রবন্ধ ছিল যুক্তিনির্ভর এবং তাঁর লক্ষ্য স্থির ছিল। দ্ব্যর্থহীন, সংশয়হীন, ঋজু দৃষ্টি এটাই ছিল অক্ষয়কুমারের বৈশিষ্ট্য।

তত্ত্ববোধিনীর মাধ্যমে অক্ষয়কুমার সংবাদপত্রের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন। ইংরেজি শিক্ষায় নব্য শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বাংলা সংবাদপত্র সম্পর্কে অবজ্ঞার ভাব ছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় নানা উচ্চাঙ্গের বিষয় স্থান পাওয়াতে তত্ত্ববোধিনী ইংরাজি শিক্ষিত সমাজেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি উচ্চমানের না হলে ছাপা হত না। প্রবন্ধ নির্বাচনের জন্য একটি লেখার কমিটি স্থাপিত হয়েছিল। একজন সদস্য অবসর গ্রহণ করলে সে জায়গায় অন্য সদস্য মনোনীত হত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দকৃষ্ণ বসু, শ্রীহর ন্যায়রত্ন, রাধাপ্রসাদ রায়, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ বিভিন্ন সময়ে লেখার কমিটির সদস্য ছিলেন।

কমিটির অন্যতম সদস্য রাধাপ্রসাদ রায় রাজকোষের খুন ও দেবেন্দ্রনাথের সহপাঠী। তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে একটি মুদ্রাযন্ত্র দান করেছিলেন।

তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধ নির্বাচনের ব্যাপারে অত্যন্ত কড়াকড়ি করা হত। তত্ত্ববোধিনীর লেখাগুলি আসত অক্ষয়কুমার দত্তের কাছে। তিনি প্রথমে সেগুলি পড়ে নিজস্ব মতামত লিখে কমিটির সদস্যদের কাছে মতামতের জন্য পাঠাতেন। তারপর সব মতামত এসে গেলে সম্পাদক রচনাটি ছাপা হবে কি বাতিল করা হবে স্থির করতেন।

১৮৫৯ সালের মে মাসে তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধ নির্বাচনী সভাটিও বিলুপ্ত হয়। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার শিরোদেশে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' মন্ত্রটি মুদ্রিত থাকত। অক্ষয়কুমারের সম্পাদনকালে গ্রাহকসংখ্যার অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। ১৯৩২ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি জীবিত ছিল। ফলে একটিমাত্র ব্যক্তি যে বিভিন্ন সময়ে সম্পাদনার কাজটি চালিয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য। অক্ষয়কুমার দত্তের পর নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রিকা সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন। এরপর যথাক্রমে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রিকা পরিচালনা করেছিলেন। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা দীর্ঘকাল জীবিত থেকে ক্ষিতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বন্ধ হয়েছে।

বঙ্গদর্শন

মাসিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ – বৈশাখ ১২৭৯/১৮৭২ এপ্রিল। প্রথম সম্পাদক – বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যাতেই তিনি এই পত্রিকার আদর্শ ব্যাখ্যা করেছেন। "আমরা কৃতবিদ্যদিগের মনোরঞ্জনার্থ যত্ন পাইব বলিয়া, কেহ এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, আমরা আপামর জনসাধারণের পাঠোপযোগিতা সাধনে মনোযোগ করিব না। যাহাতে এই পত্র সর্বজনপাঠ্য হয়, তাহা আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য। যাহাতে সাধারণের উন্নতি নাই, তাহাতে কাহারও উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বলিয়াছি। যদি এই পত্রের দ্বারা সর্বসাধারণের মনোরঞ্জন সংকল্প না করিতাম, তবে এই পত্র প্রকাশ বৃথা কার্য মনে করিতাম।" এই উদ্দেশ্য নিয়ে বহরমপুরে বসে বঙ্গদর্শনের পরিকল্পনা করেন। অতঃপর ১৮৭২ সালের এপ্রিল মাসে (১২৭৯, বৈশাখ) কলকাতা থেকে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র- ব্রজমাধব বসু কর্তৃক প্রকাশিত ও বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক সম্পাদিত হয়। প্রকাশের সাথে সাথে বঙ্গভাষাভাষী সর্বশ্রেণীর মধ্যে সাদরে গৃহীত হয়। কেবল ঈশ্বরবশত: 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত এই পত্রিকার নিন্দা করা হয়েছিল। তবে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে সমগ্র বাংলা-দেশের হয়ে এই পত্রিকাকে অভিনন্দিত করে লিখেছিলেন, "বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালীর হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল।"

বঙ্গদর্শনের ১২৭৯ – ১২৮২ সাল ১ম – ৪র্থ খণ্ড বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদনা করেছিলেন। লেখার গুণাগুণ সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক এবং ঈষৎ খুঁতখুঁতে ছিলেন বলে একমাত্র রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ছাড়া আর সকলের রচনাতেই অল্পাধিক হস্তক্ষেপ করতেন। এদিকে শরীর ভালো যাচ্ছিল না, ওদিকে পারিবারিক অশান্তি বলে চারবৎসর সাফল্যের সাথে 'বঙ্গদর্শন' চালাবার পর ১২৮২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা প্রকাশের পর তিনি এই পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দিলেন। তারপর দুবছর এই পত্রিকা বন্ধ রইল। তার পরের বছর ১২৮৪ থেকে ১২৮৯ সালের চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রজকে পত্রিকার সম্পাদনার ভার করলেন এবং স্বয়ংই রচনা দিয়ে এবং প্রাপ্ত রচনাদি সংশোধন করতে লাগলেন। কিন্তু বঙ্গদর্শনের অবস্থা ক্রমেই মন্দ হয়ে পড়ল। একটু অলস প্রকৃতির সঞ্জীবচন্দ্র কোনো পরিশ্রমসাধ্য কাজে মন লাগাতে পারতেন না। ফলে অমনোযোগিতার দরুন পত্রিকা প্রকাশে নানা অনিয়ম দেখা দিল। ১২৮৬ সালে কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হল না। ১২৮৮ সালের কার্তিক থেকে চৈত্র সংখ্যাও প্রকাশিত হয়নি। ক্রমে বঙ্গদর্শনের নাভিশ্বাস উঠল। প্রথমে ছাপাখানা গেল – শেষে বঙ্গদর্শনের অপঘাত মৃত্যু হল।

তারপর আবার বঙ্গদর্শন প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় ১২৯০ সালের কার্তিক মাসে 'বঙ্গদর্শন' তৃতীয়বার প্রকাশিত হল। কিন্তু এতে চন্দ্রনাথ বসুর 'পশুপতি সম্বাদ' প্রকাশিত হলে ক্ষুব্ধ বঙ্কিমচন্দ্র এই বৎসরের মাঘ সংখ্যার পর বঙ্গদর্শন আবার বন্ধ করে দেন। যে কারণেই হোক, তিনি শ্রীশচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে লিখতে সম্মত হন নি। শ্রীশচন্দ্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত বঙ্গদর্শনের তৃতীয় পর্যায়ের চারটি সংখ্যা (কার্তিক-মাঘ ১২৯০/ অক্টোবর - জানুয়ারি ১৮৮৩) হয়তো উল্লেখে অনেক নূতন। তবে তখনও বঙ্গদর্শনের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। কিন্তু এই সমস্ত বিপর্যয়ের ফলে অপ্রসন্ন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন ফাল্গুন মাস থেকে পুরোপুরি বন্ধ করে দিলেন। ১৮৮৪ সালের জানুয়ারির পরে বঙ্গদর্শনের আর কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হল না।

তারপর প্রায় সতেরো বৎসর পরে ১৩০৮ (১৯০১) সালে 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' আবার প্রকাশিত হল — এবার সম্পাদক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ) শ্রীশচন্দ্র 'নিবেদনে' লিখেছিলেন, "বঙ্গদর্শন পুনরুজ্জীবিত হওয়ায় আমার চিরন্তন ক্ষোভ দূর হইল।" এই 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে' রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা, গল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল এবং বহু খ্যাতিমান লেখকের রচনাও তিনি এই পত্রে স্থান দান করে পত্রিকাটিকে শিক্ষিত ও মার্জিত রুচির পাঠকের আদরের সামগ্রী করে তুলেছিলেন।

পরবর্তীকালে দুবার 'বঙ্গদর্শন' নামে মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমটির সম্পাদক ছিলেন কবি রোহিতলাল মজুমদার এবং পরেরটি সম্পাদনা করেছিলেন সুধীরকুমার মিত্র ও হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। কিন্তু এগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। আজও 'বঙ্গদর্শন' বললে বঙ্কিমচন্দ্রকেই সর্বাগ্রে মনে পড়ে, যদিও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নজন এর সম্পাদনাকার্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন।